হে বদরগাহে খোদা আলার আজিম কি দোয়া,
তুম পে হো রহমত কা সায়া এ ইমাম আহমদ রযা।

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه

শানে ইমাম আহমদ রযা

(ওরশ দিবস: ২৫ সফর)

- দরূদ শরীফের ব্যাপারে আলা হযরতের গবেষণা
- সাতটি পাহাড়
- এক চুমুক পানি
- আলা হযরত رحمة الله عليه এর বাল্যকাল
- ১২টি প্রশ্নের উত্তর
- গরীব দৈন্য ব্যক্তিদের প্রতি আলা হযরতের ভালবাসা
- আলা হযরত رحمة الله عليه এর কিছু গুণাবলী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

শানে ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ **"শানে ইমাম আহমদ রযা** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ**"** রিসালাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে জান্নাতুল ফিরদৌসে আপন **প্রিয় আখেরী নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ও শুক্রবার দিনে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়।

(মু'জামু আওসাত, ১/৮৪, হাদীস ২৪১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরূদ শরীফের ব্যাপারে আলা হযরতের গবেষণা

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটা প্রমাণিত ও স্পষ্ট যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত দরবারে দরূদ ও সালাম এবং

উম্মতের আমল উপস্থাপন বারবার হয়ে থাকে এবং হাদীস শরীফের সমষ্টি ও ধারাবাহিকতায় আমার কাছে এটা প্রকাশিত হলো যে, দরূদে পাক **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দশবার উপস্থাপন হয়ে থাকে, অন্যান্য আমল পাঁচবার উপস্থাপন হয়ে থাকে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরূদ উপস্থাপন হওয়ার কয়েকটি পদ্ধতি হলো: (১) নূরানী কবরের নিকট একজন ফিরিশতা পৌঁছিয়ে দেয়। (২) ঐ ফিরিশতা উপস্থাপন করে, যে দরূদ পাঠকারীর সাথে নিযুক্ত রয়েছে। (৩) প্রদক্ষিনকারী ফিরিশতারা পৌঁছিয়ে থাকে। (৪) হিফাযতকারী ফিরিশতারা দরূদ পাককে দিনের সকল আমলের সাথে সন্ধ্যায় এবং রাতের আমলের সাথে সকালে উপস্থাপন করে। (৫) পুরো সপ্তাহের আমলের সাথে দরূদ শরীফ শুক্রবার দিনে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। (৬) সারা জীবনের সমস্ত দরূদ কিয়ামতের দিন উপস্থাপন করা হবে। (আম্বাউল হক, ২৮৭ পৃষ্ঠা) (কয়েকবার যা উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই স্থানগুলো হলো:) (৭) মেরাজের রাতে আমল উপস্থাপন করা হয়েছে। (৮) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **কুসুফে**র নামাযে (অর্থাৎ সূর্য গ্রহনের নামাযে) দেখেছেন। (৯) **আল্লাহ পাক** যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোবারক হাত রাখেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

সামনে সবকিছু প্রকাশিত হয়ে গেলো। (১০) কোরআনে করীম অবতীর্ণ হওয়ার সময় সকল কিছুর জ্ঞান ও পরিচয় অর্জন হয়েছিলো। (আশ্বাউল হক, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ আল্লাহ তাবাহহুরে ইলমী আব ভি বাকী হে খেদমতে কলমী
আহলে সুন্নাত কা হে জু সারমায়া ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরতের জন্ম

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ, আল হাফিজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম বেরেলী শরীফের যাচুলী গ্রামে ১০ শাওয়াল ১২৭২ হিজরী, ১৪ জুন ১৮৫৬ ইং রোজ শনিবার যোহরের সময় হয়। তাঁর নাম মোবারক হলো **মুহাম্মদ** আর দাদাজান **আহমদ রযা** বলে ডাকতেন এবং এই নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছেন আর জন্ম বৎসরের হিসাবে তাঁর নাম হলো **'আল মুখতার'** (১২৭২ হিঃ)। (ইমাম আহমদ রযার জীবনি, ৩ পৃষ্ঠা)

বাল্যকালের শানদার ঝলক

❁ রবিউল আউয়াল ১২৭৬ হিঃ/১৮৬০ ইং প্রায় ৪ বছর বয়সে নাজারা কোরআনে পাক খতম করেন এবং এই

বয়সেই প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলেন। ❁ রবিউল আউয়াল ১২৭৮ হিঃ/ ১৮৬১ ইং প্রায় ৬ বছর বয়সে প্রথম বয়ান করেন। ❁ ১২৭৯ হিঃ/ ১৮৬২ ইং প্রায় ৭ বছর বয়সে রমযানুল মোবারকের রোযা রাখা শুরু করেন। ❁ শাওয়ালুল মুকাররম ১২৮০ হিঃ/ ১৮৬৩ ইং প্রায় ৮ বছর বয়সে উত্তরাধীকারের মাসআলার (Inheritance Rulings) অনন্য উত্তর লিখেন। ৮ বছর বয়সেই নাহু'র প্রসিদ্ধ কিতাব "হেদায়াতুন নাহু" পড়েন এবং সেটির আরবী ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেন। ❁ শা'বানুল মুয়াযযম ১২৮৬ হিঃ/ ১৮৬৯ ইং ১৩ বছর ৪ মাস ১০ দিন বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন, শিক্ষা সমাপ্তির স্বীকৃতি সরূপ দস্তারবন্দী হলেন (অর্থাৎ পাগড়ী ধারী হলেন), সেই দিনই ফতোয়া লিখন আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু করলেন এবং পাঠদানেরও সূচনা করলেন।

আলা হযরতের ফতোয়া

আশিকে আলা হযরত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাজরো ফতোয়া লিপিবদ্ধ করেছেন, অতএব তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে

প্রথম ফতোয়া **"হুরমতে রেযায়ী"** (অর্থাৎ দুধের সম্পর্কের নিষেধাজ্ঞা) এর উপর লিপিবদ্ধ করেন, তখন তাঁর পিতা মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর জ্ঞানগর্ব সক্ষমতা দেখে তাঁকে মুফতি পদে সমাসিন করে দেন, এরপরও আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর আব্বাজানকে رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ফতোয়া চেক করাতে থাকেন এবং এত বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, আব্বাজানের সত্যয়ন ব্যতীত ফতোয়া জারী করতেন না। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ১০ বছর পর্যন্ত কোন ফতোয়া একত্রে পাওয়া যায়নি, ১০ বছর পরের যে ফতোয়া সংগৃহিত হয়েছে তা " اَلۡعَطَايَا النَّبَوِيَّه فَى الۡفَتَاوَى الرَّضَوِيَّه" নামে ৩০ খন্ড সম্বলিত এবং উর্দূ ভাষায় এত বড় বড় ফতোয়া, আমি মনে করি যে, পৃথিবীতে কোন মুফতিও দেননি হয়তো, এই ৩০ খন্ড (30 Volumes) প্রায় বাইশ হাজার (২২০০০) পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং এতে ছয় হাজার আটশত সাতচল্লিশটি (৬৮৪৭) প্রশ্নের উত্তর, দুইশত ছয়টি (২০৬) পুস্তিকা এবং তাছাড়াও হাজারো মাসআলা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি কেউ এটা জানতে চায় যে, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কতবড় মুফতি ছিলেন, তবে সে যেনো আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ফতোয়া পড়ে, প্রভাবিত না হয়ে পারবে না, আমার আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর ফতোয়ায়

এমন এমন পয়েন্ট বর্ণনা করেছেন, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যে, কিভাবে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এটা লিখেছেন।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, সফরুল মুযাফফর, ১৪৪১ হিঃ)

কিস তারাহ ইতনে ইলম কে দরীয়া বাহা দিয়ে,
ওলামায়ে হক কি আকল তো হয়রাঁ হে আজ ভি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক চুমুক পানি

ফকীহে আযম হযরত আল্লামা মুফতি শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মুজাদ্দিদে আযম আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) একবার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় এক চুমুক পানি ব্যতীত আর কিছুই পানাহার করেননি, এরপরও কিতাব লিখন ও ফতোয়া প্রদান, মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করা, বাণী ও শিক্ষা, আগতদের সাথে সাক্ষাত ইত্যাদি কার্যাদিতে কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি, আর দূর্বলতারও কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। (নুজহাতুল ক্বারী, ৩/৩১০)

উস কি হাস্তি মে থা আমল জওহর,
সুন্নাতে মুস্তফা কা ওহ পেয়কর,
আলিমে দ্বীন, সাহিবে তাকওয়া,
ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি।

১২টি প্রশ্নের উত্তর

শায়খ আব্দুল্লাহ মিরদাদ বিন আহমদ আবুল খাইর رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আলা হযরত (رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ) এর খেদমতে কাগজের নোট সম্পর্কে ১২টি প্রশ্ন উপস্থাপন করেন, তিনি (رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ) একদিন এবং কয়েক ঘন্টায় তার উত্তর লিখেন এবং কিতাবের নাম "كِفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمْ فِى اَحْكَامِ قِرْطَاسِ الدَّرَاهِمْ" প্রস্তাব করেন, ওলামায়ে মক্কা মুকাররমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا এর ন্যায় শায়খুল আয়িম্মা আহমদ বিন আবুল খাইর, মুফতি ও কাযী সালিহ কামাল, হাফিয কুতুবুল হারাম সৈয়দ ইসমাইল খলিল, মুফতি আব্দুল্লাহ সিদ্দিক এবং শায়খ জামাল বিন আব্দুল্লাহ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এই কিতাব দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং খুবই প্রশংসা করলেন। এই কিতাবটি বিভিন্ন প্রেস কয়েকবারই প্রিন্ট করেছে, এমনকি ২০০৫ সালে বৈরুত লেবানন থেকেও প্রিন্ট করা হয়েছে, বর্তমানে এই কিতাবটি করাচী ইউনিভার্সিটির "**এমএ**" এর সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, সফরুল মুযাফফর ১৪৪০ হিঃ)**

মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওলামায়ে আরব ও আজমের ঐক্যমতে চৌদ্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দীদ হলেন আলা হযরত

ইমাম আমহদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বরং মাওলানা আশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আরাবী আল জাযাইরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আলা হযরতের সুন্দর আলোচনা এই শব্দাবলী দ্বারা করেছেন:

"হিন্দুস্তানের কোন আলিম যখন আমার সাথে সাক্ষাত করে, তখন আমি তাকে মাওলানা শায়খ আহমদ রযা খাঁন হিন্দী (رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) সম্পর্কে প্রশ্ন করি, যদি সে প্রশংসা (Praise) করে তবে আমি বুঝে নিই যে, সে সুন্নি (অর্থাৎ বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন) আর যদি সে নিন্দা (Criticize) করে (অর্থাৎ গালমন্দ করে) তবে আমি বুঝে নিই যে, এই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ও বিদআতী, আমার নিকট এটাই (অর্থাৎ আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ) হলো মানদন্ড (Standard)"।

(আনওয়ারুল হাদীস, ১৯ পৃষ্ঠা)

জু হে আল্লাহ কা অলী বে শক, আশিকে সাদিকে নবী বে শক,
গাউছে আযম কা জু হে মাতওয়ালা, ওয়াহ কিয়া বাত আলা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের দিকে অগ্রগামী

ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বন্ধুদের প্রবল আবেদনে তাঁর ইন্তিকাল শরীফের তিন বছর পূর্বে জাবালপুর তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে একমাস অবস্থান

করলেন। এই সময়ে সেখানে বসবাসকারীরা তাঁর ফয়েয লাভ করে। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পারিবারিক অনৈক্য সম্পন্নদের এভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন: যারা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলো, তারা পরস্পর মীমাংসা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। দুই ভাই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরীদ ছিলো, একদিন উভয়ে উপস্থিত হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উভয়ের কথা শুনার পর এই ঈমানোদ্দীপক বাক্য বললেন: “আপনাদের মাঝে কি কোন ধর্মীয় বিরোধ আছে? কিছুই নাই। আপনারা উভয়ে পরস্পর পীর ভাই, বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে কিন্তু ইসলাম ও সুন্নাত এবং আকাবেরদের সিলসিলার ভক্তি অবশিষ্ট আছে, তাই এই সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। উভয়ে আপন ভাই এবং একই ঘরের, আপনাদের ধর্ম এক, আত্মীয় এক, আপনারা দু’জন এক হয়ে কাজ করুন, যাতে বিরুদ্ধবাদীরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পায়। ভালভাবে বুঝে নিন! আপনাদের উভয়ের মধ্যে যে আপোষের জন্য অগ্রগামী হবে সে জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবে।” তাঁর এই বাক্য দ্রুত প্রভাব বিস্তার করলো, অসন্তুষ্টি ভূলে তখনই একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে নিলো। (মলফুযাতে আলা হযরত, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কানের দুল উপহার

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন মুফতি বোরহানুল হক জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: "আমার দুই কন্যার জন্য কানের দুল (Earrings) প্রয়োজন।" মুফতি বোরহানুল হক জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আদেশ পালন করে একটি প্রসিদ্ধ দোকান থেকে খুব সুন্দর এক জোড়া কানের দুল এনে দিলেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কানের দুল জোড়া খুবই পছন্দ হলো, সামনেই মুফতি বোরহানুল হক জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উভয় ছোট্ট শাহজাদীরা বসে ছিলো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "এদেরকে একটু পরিয়ে দেখি যে, কেমন লাগে।" একথা বলে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই তার মোবারক হাতে উভয় কন্যাকে কানের দুল পরালেন এবং দোয়া করলেন। এরপর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই কানের দুলের মূল্য জিজ্ঞাসা করলেন, মুফতি বুরহানুল হক জাবালপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করলেন: হুযুর! দাম পরিশোধ করে দিয়েছি (আপনি শুধু কানের দুল গ্রহন করে নিন)। এরপর তিনি তার মেয়েদের কান থেকে কানের দুল খুলতে লাগলেন (এটা ভেবে যে, কানের দুল তো আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদীদের জন্য) কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্রুত বললেন:

"থাক! আমি এই কানের দুল আমার এই দু'জন মেয়ের জন্যই আনিয়েছিলাম।" এরপর আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মুফতি বুরহানুল হক জাবালপুরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে কানের দুলের মূল্যও প্রদান করেন। **(ইকরামে ইমাম আহমদ রযা, ৯০ পৃষ্ঠা)**

সাতটি পাহাড়

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জাবালপুর সফরে নৌকায় সফর করছিলেন, "নৌকা" খুবই দ্রুত যাচ্ছিলো, লোকেরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কথা বলছিলো, এতে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বললেন: "এই পাহাড়গুলোকে কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করে সাক্ষী কেন বানিয়ে নিচ্ছি না!" (অতঃপর বললেন:) এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিলো, যখন মসজিদে যেতেন তখন সাতটি পাথরকে যা মসজিদের বাইরে তাক-এ রাখা ছিলো নিজের কলেমা শাহাদতের সাক্ষী বানিয়ে নিতেন, অনুরূপভাবে যখন ফিরে আসতেন তখনও সাক্ষী বানিয়ে নিতেন। ইন্তিকালের পর ফিরিশতারা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো, সেই সাতটি পাথর সাতটি পাহাড় হয়ে জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দিলো এবং বললো: "আমরা এই ব্যক্তির কলেমা শাহাদতের সাক্ষী।" তিনি মুক্তি পেয়ে গেলেন। তাই যখন ছোট্ট পাথর পাহাড় হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে গেলো তখন এগুলো

তো পাহাড়। হাদীসে পাক রয়েছে: "সন্ধ্যায় একটি পাহাড় আরেকটি পাহাড় থেকে জিজ্ঞাসা করে: আজ কি তোমার পাশ দিয়ে এমন কেউ অতিক্রম করেছে, যে **আল্লাহ**র যিকির করেছে? সে বলে: না। বলে: আমার পাশ দিয়ে তো এমন লোক অতিক্রম করেছে, যে **আল্লাহ**র যিকির করেছে। অপর পাহাড় ভাবে যে, আজ (তার) ফযীলত আমার উপর।" এই (ফযীলত) শুনেই সবাই উচ্চ আওয়াজে কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করতে লাগলো, মুসলমানের মুখে কলেমায়ে শাহাদতের আওয়াজ পাহাড়ে গুঞ্জন করে উঠলো।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৩১৩,৩১৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদীস শরীফ পড়ানোর মোবারক পদ্ধতি

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হাদীসের কিতাব দাঁড়িয়ে পড়াতেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা আমাকে বললো: তিনি নিজেও দাঁড়াতেন, শিক্ষার্থীরাও দাঁড়িয়ে থাকতো, তাঁর এই পদ্ধতি খুবই বরকতময়। **(জা'আল হক, ২০৯ পৃষ্ঠা)**

আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীস

ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেমনিভাবে অন্যান্য অনেক পান্ডিত্যে নিজেই নিজের উদাহরণ, তেমনিভাবে হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর যুগের ওলামাদের উপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এতই প্রাধান্য (Precedence) অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর যুগের মহান আলিম, ৪০ বছর হাদীসের পাঠদানকারী শায়খুল মুহাদ্দীসিন হযরত আল্লামা ওয়াসী আহমদ সুরাতী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁকে "আমীরুল মুমিনিন ফিল হাদীস" উপাধী দিয়েছেন।

(মাসিক আল মিযান, বম্বে, ইমাম আহমদ রযা নম্বর, এপ্রিল, মে, জুন ১৯৪৭ইং, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

ইলম কা চশমা হুয়া হে মাওজাযান তেহরীর মে
জব কলম তুনে উঠায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা

মদীনার প্রতি ভালবাসা

মুবাল্লিগে ইসলাম হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ আব্দুল আলিম সিদ্দিকী মিরাঠী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হারামাঈন তায়্যিবাইন زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا থেকে ফিরে আসার পর আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং খুবই সুন্দর কণ্ঠে তাঁর শানে মানকাবাত পাঠ করলেন, তখন সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর প্রতি কোন বিরক্তি প্রকাশ

করেননি বরং বললেন: মাওলানা আমি আপনার খেদমতে কি পেশ করবো? (নিজের অনেক দামী পাগড়ীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন:) যদি এই পাগড়ী পেশ করি তবু আপনি ঐ মোবারক শহর মদীনা পাক থেকে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন, এই পাগড়ী আপনার কদমের উপযুক্তও নয়। তবে আমার কাপড়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান একটি জুব্বা রয়েছে, তা পেশ করে দিচ্ছি আর বাড়ির ভেতর থেকে লাল কাশিয়ানী মখমলের জুব্বা মোবারক এনে প্রদান করে দিলেন, যা তখনকার দিনে দেড়শত টাকার চেয়ে কোনভাবে কম হবে না। মাওলানা শাহ আব্দুল আলিম মিরাঠী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ দাঁড়িয়ে উভয় হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিলেন। চোখে লাগলেন, চুমু দিলেন, মাথায় রাখলেন এবং বুকের সাথে অনেক্ষন লাগিয়ে রাখলেন। **(হায়াতে আলা হযরত, ১/১৩২-১৩৪)**

সেই মানকাবাতের কয়েটি পংক্তি হলো:

তুমারি শান মে জু কুছ কাহোঁ উস সে সিওয়া তুম হো
কাসিমে জামে ইরফান এ্যয় শাহে আহমদ রযা তুম হো
জু মারকায হে শরীয়ত কা মদার আহলে তরীকত কা
জু মাহওয়ার হে হাকীকত কা ওহ কুতবুল আউলিয়া তুম হো
ইহা আ'কর মিলেঁ নেহরে শরীয়ত অউর তরীকত কি
হে সীনা মাজমুইল বাহারাইন এ্যয়সে রেহনুমা তুম হো

"আলি'মে" খাসতা ইক আদনা গাদা হে আ'সতানে কা
করম ফরমানে ওয়ালে হাল পর উস কে শাহা তুম হো

(মনে রাখবেন, কিছু কিছু লোকের জন্য নিজের প্রশংসায় খুশি হওয়া জায়িয হয়ে থাকে, এটা "নিজের প্রশংসায় ফুলে যাওয়া" এর অন্তর্ভূক্ত নয়।)

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আকাঙ্ক্ষা

সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মাওলানা ইরফান বিসলপুরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে একটি চিঠি লিখলেন, যার শেষে কিছুটা এভাবে লিখেন: ইন্তিকালের সময় চলে এসেছে আর আমার আকাঙ্ক্ষা হলো; মদীনা শরীফে ঈমান সহকারে মৃত্যু নসীব হওয়া এবং জান্নাতুল বক্বী মোবারকে নিরাপত্তার সহিত দাফন নসীব হয়ে যাওয়া। (মাকতুবাতে ইমাম আহমদ রযা, ২০২ পৃষ্ঠা)

সায়ায়ে দিওয়ার ও খাকে দর হো ইয়া রব অউর রযা,
খায়াহিশে দায়হিমে কায়সার, শউকে তখত জম নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ পাক! তোমার প্রিয় এবং শেষ নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর কদমে মদীনায়ে পাকে যদি আমার দাফন নসীব হয়ে যায়, আমার রোম এবং ইরানের বাদশাহের সিংহাসন ও মুকুটের কোন প্রয়োজন নেই।

হে এহি আত্তার কি হাজত মদীনা মে মরে,
হো এনায়ত সায়্যিদা, ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরতের কালামের শান

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কালাম হুবহু কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী এবং এতেও সন্দেহ নেই যে, তাঁর লিখিত এক একটি নাত কাব্যিক দক্ষতায়ও (Poetic Skills) অনন্য মর্যাদার। **আল্লাহ পাকের শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শরীরের প্রতিটা লোমকূপ পূর্ণ ছিলো, অনুরূপভাবে তাঁর কাব্যের প্রতিটি পংক্তির প্রতিটি শব্দও ইশকে রাসূলে পূর্ণ দেখা যায়। আজ প্রায় একশত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর লিখিত পংক্তিগুলো অন্তরে ইশকে রাসূল সৃষ্টি করে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণে ব্যাকুল করে দেয়।

তাঁর আরবী পংক্তির সমষ্টির সংখ্যা বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৭৫১ বা ১১৪৫ টি। (মাওলানা ইমাম আহমদ রযা কি নাতিয়া শায়েরী, ২১০ পৃষ্ঠা) আর আরবী ভাষায় "দু'টি মহান কসীদা" প্রসিদ্ধ "কালাম", যা তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ১৩০০ হিজরীতে আলিমে কবীর মাওলানা শাহ ফযলে রাসূল কাদেরী বাদায়ুনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

এর বার্ষিক ওরশ মোবারকে ২৭ বছর ৫ মাস বয়সে পেশ করেছিলেন। বদরী সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক রেখে উভয় কসীদা ৩১৩ পংক্তি সম্বলিত। উভয় মোবারক কসীদায় কোরআন ও হাদীসে বাণী এবং আরবী উদাহরণ ও প্রবাদের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। জগদ্বিখ্যাত নাতের কিতাব **"হাদায়িকে বখশীশ"** এ একটি মতানুসারে ২৭৮১টি পংক্তি রয়েছে। আর উর্দূ কালামের আরবী অনুবাদও **"সাফওয়াতুল মাদী'হ"** নামে প্রিন্ট হয়ে গেছে।

(আসারুল কোরআন ওয়াস সুন্নাতু ফি শা'রিল ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ৪৯, ৫০ পৃষ্ঠা)

গুঞ্জ গুঞ্জ উঠে হে নাগমাতে রযা সে বুস্তা,
কিউঁ না হো কিস ফুল কি মিদহাত মে ওয়ামিনকার হে।

হে আশিকানে ইমাম আহমদ রযা! যদি এরূপ বলা হয় যে, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অনুবাদিত কোরআন **"কানযুল ঈমান"** এর ন্যায় তাঁর নাতের পংক্তি জনসাধারনের মাঝে প্রসার করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনেক বড় কৃতিত্ব রয়েছে, তবে ভূল হবে না। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه মাঝে মাঝে নিজেই **"হাদায়িকে বখশীশ"** এর পংক্তি পাঠ করে থাকেন এবং নাত পরিবেশনকারীদেরও আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কালাম পাঠ করার উৎসাহ দিয়ে থাকেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র

রচনা ও সংকলন বিভাগ **“আল মদীনাতুল ইলমিয়া”**য় কাজ হওয়ার পর **“মাকতাবাতুল মদীনা”** থেকে **“হাদায়িকে বখশীশ”** এর প্রিন্টিং চলছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আগষ্ট ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ কোরআনের অনুবাদ **“কানযুল ঈমান”** তাছাড়া **“হাদায়িকে বখশীশ”** এক লাখ তের হাজার তিনশত ষাট কপি প্রিন্ট হয়ে গেছে।

মাওলা বাহরে “হাদায়িকে বখশীশ”,
বখশ আত্তার কো বিলা পুরসিশ,
খুলদ মে কেহতা কেহতা জায়েগা,
ওয়াহ কিয়া বাত আলা হযরত কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ এর পক্ষ থেকে প্রতি বছর কোরবানি

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্পর্কে বলেন: ফকীরের[(১)] অভ্যাস যে, প্রতি বছর কোরবানি আমার আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে করি এবং এর মাংস ও চামড়া সবই সদকা করে দিই আর একটি কোরবানি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে করি এবং এই মাংস ও চামড়া সবই সৈয়দ বংশীদের উপহার হিসেবে দিই।

---

১. আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিনয় বশত নিজের জন্য ফকীর শব্দ ব্যবহার করেছেন।

تَقَبَّلَ اللهُ تَعَالٰى مِنِّى وَمِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ. اٰمين (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমার ও সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে কবুল করুক। আমিন।) (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৪৫৬)

গরীব সৈয়দ বংশীয়দের প্রতি আলা হযরতের ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সৈয়দ বংশীদের প্রতি খুব বেশি খেয়াল রাখতেন, এমনটি যখন কোন কিছু বন্টন করতেন তখন সবাইকে একটি একটি প্রদান করতেন আর সৈয়দ সাহেবকে দু'টি দিতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলতেন: আমি বলি যে, সম্পদশালীরা যদি তাদের ভাল সম্পদ থেকে উপহার হিসাবে এই মহা মর্যাদাবান সাহেবদের খেদমত না করে তবে তাদের (সম্পদশালী) নিজের জন্য দূর্ভাগ্য, সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন এই ব্যক্তিত্বদের (অর্থাৎ সৈয়দ বংশীদের) **নানাজান হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ছাড়া জাহেরী চোখেও কোন আশ্রয় ও ঠিকানা পাবে না, এটা কি পছন্দ হয় না যে, ঐ সম্পদ যা **তাঁর** সদকায় **তাঁরই** দরবার থেকে প্রদান করা হয়েছে, যা অতি শীঘ্রই ছেড়ে আবারো খালি হাতেই মাটির নিচে (অর্থাৎ কবরে) গমন করবে, **তাঁর** সন্তুষ্টির জন্য

তাঁর সন্তানদের (অর্থাৎ সৈয়দদের) জন্য সেটির একটি অংশ ব্যয় করুন, যাতে ঐ কঠিন সমস্যার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) ঐ **দয়ালূ নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য নেয়ামত, মহান দয়ায় ধন্য হয়ে যান।

সৈয়দদের সাথে উত্তম আচরণ করার মহান বিনিময়

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের (Descendants) মধ্য থেকে কারো সাথে উত্তম আচরন করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর প্রতিদান তাকে দান করবো।

(জামে সগীর লিস সূয়ুতী, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৮২১)

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে কারো সাথে দুনিয়ায় উত্তম আচরণ করে, তার প্রতিদান দেয়া আমার উপর আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে। **(তারিখে বাগদাদ, ১০/১০২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৈয়দের সাথে উত্তম আচরণকারীর কিয়ামতের দিন প্রিয় নবী ﷺ এর সাথে সাক্ষাত হবে

اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ! ঐ কিয়ামতের দিন, ঐ কঠিন প্রয়োজনের দিন এবং আমাদের মতো মুখাপেক্ষীদের প্রতিদান স্বরূপ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জানিনা কি কি দান করবেন, একটি দয়ার দৃষ্টি তাদের উভয় জগতের সমস্ত বিপদাপদ দূর করার জন্য যথেষ্ট, বরং স্বয়ং এই প্রতিদান কোটি কোটি প্রতিদান থেকে উত্তম ও উন্নত, যে দিকে এই কলেমা اِذَا لَقِيَنِى (যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে) ইঙ্গিত করে, যেনো "اِذَا" শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে (অর্থাৎ "যখন" শব্দটি বলে) بِحَمْدِ الله কিয়ামতের দিন সাক্ষাতের ওয়াদা ও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের সুসংবাদ করা। (যেনো সৈয়দদের সাথে উত্তম আচরণকারীকে কিয়ামতের দিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত ও সাক্ষাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে)। **মুসলমানরা! আর কি দরকার? দৌড়াও আর এই সম্পদ ও সৌভাগ্য গ্রহন করে নাও।** (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/১০৫-১০৬)

হক্বে সাআদাত এ্যয় খোদা দেয় ওয়াসতে,
আহলে বাইতে পাক কা ফরিয়াদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু গুণাবলী

(১) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সহিত প্রথম তাকবীর সহকারে আদায় করতেন। (২) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে তাওকীতে (অর্থাৎ ঐ জ্ঞান, যার মাধ্যমে বিশুদ্ধ সময় জানা যায়) এমন উৎকর্ষতা অর্জন করেন যে, দিনে সূর্য এবং রাতে নক্ষত্র দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন, কখনোই এক মিনিটও পার্থক্য হতো না। (৩) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের এবং তাঁর ভাইয়ের সকল শাহাজাদাদের (অর্থাৎ ছেলেদের) নাম **"মুহাম্মদ"** রাখেন। (৪) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বাভাবিকভাবে সকল পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি **"যমযম শরীফ"** এর পানি পছন্দ করতেন। (৫) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক হাজার কিতাব লিখেছেন। যার মধ্যে কয়েকটি হলো: ইলমে আকাইদ সম্পকে ৩১টি, ইলমে কালাম সম্পকে ১৭টি, ইলমে তাফসীর সম্পর্কে ৬টি, ইলমে হাদীস সম্পর্কে ১১টি, উসুলে ফিকাহ সম্পর্কে ৯টি, ফিকাহ সম্পর্কে ১৫০টি, ইলমুল ফাযায়িল সম্পর্কে ৩০টি, ইলমুল মানাকিব সম্পর্কে ১৮টি এবং ইলমে মুনাযারা সম্পর্কে ১৮টি। (৬) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গরীবের দাওয়াত গ্রহন করে নিতেন যদি সেখানে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী খাবার না হতো

তবে তা আয়োজকের নিকট প্রকাশ করতেন না বরং আনন্দচিত্তে খেয়ে নিতেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১২৩) (৭) সর্বদা গরীবের সাহায্য করতেন, তাদেরকে কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না বরং অন্তিম মুহুর্তেও আত্মীয়দের অসীয়ত করেছেন যে, গরীবের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে, তাদেরকে আপ্যায়ন করে ভাল ভাল এবং সুস্বাদু খাবার খাওয়াবে এবং কোন গরীবকে একেবারেই ধমক দিবে না। (আহমদ রযার জীবনী, ১৪ পৃষ্ঠা) (৮) কার্ড বা চিঠিতে بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ বা আয়াতে করীমা অথবা ইসমে জালালত “الله” বা **আল্লাহ পাকে**র শেষ নবী **“মুহাম্মদ”** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নাম মোবারক বা দরূদ শরীফ বেআদবী হওয়ার ভয়ে লিখতে নিষেধ করতেন। بِسۡمِ الله এর সংখ্যা ৭৮৬ ডান দিকে লিখতেন। (৯) মিলাদের মাহফিলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদব সহকারে দুই যানু হয়ে (যেমন নামাযে আত্তাহিয়্যাতের সময় বসা হয়) বসে থাকতেন, শুধু সালাত ও সালাম পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। এভাবেই বয়ান করতেন এবং চার পাঁচ ঘন্টা সম্পূর্ণ দুই যানু হয়েই মিম্বর শরীফে বসে থাকতেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/৯৮)

আহ! আমরা আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর গোলামদেরও যদি কোরআনের তিলাওয়াত করার সময় বা শুনার সময়

তাছাড়া যিকির ও নাতের ইজতিমায়, সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়, মাদানী মুযাকারা, দরস ও মাদানী হালকা ইত্যাদিতে আদব সহকারে দুই যানু হয়ে বসার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো। (১০) তাঁর ঘুমানো পদ্ধতিও ছিলো খবুই ঈমান তাজাকারী, সাধারন মানুষের মতো তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ঘুমাতেন না বরং ঘুমানোর সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলকে শাহাদত আঙ্গুলের উপর রাখতেন, যাতে আঙ্গুলগুলোর আকৃতি **الله** শব্দের ন্যায় হয়ে যায় এবং কখনোই পা প্রসারিত করে ঘুমাতেন না বরং ডান কাত হয়ে উভয় হাত মিলিয়ে মাথার নিচে রাখতেন এবং পা মোবারক গুটিয়ে নিতেন, এভাবে শরীর **محمد** শব্দে ন্যায় হয়ে যেতো। (হায়াতে আলা হযরত, ১/৯৯) (১১) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আসলেই ফানা ফির রাসূল ছিলেন। প্রায় **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিচ্ছেদে বিষন্ন থাকতেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। (১২) তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সারা জীবন কোন সকাল এমন অতিবাহিত করেননি, যা **আল্লাহ**র নামে শুরু হয়নি এবং না কোন দিনের শেষ লেখনি দরূদ শরীফ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা করেছেন, সবশেষ লেখনি ২৫ সফরুল মুযাফফর ১৩৪০ হিজরী ওফাত শরীফের কয়েক মুহুর্ত পূর্বে লিখেছেন:

وَاللهُ شَهِيۡدٌ وَلَهُ الۡحَمۡدُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَلٰى شَفِيۡعِ الۡمُذۡنِبِيۡنَ وَآلِهِ الطَّيِّبِيۡنَ وَصَحۡبِهِ الۡمُكَرَّمِيۡنَ وَاِبۡنِهٖ وَحِزۡبِهٖ اِلٰى اَبَدِ الۡاٰبِدِيۡنَ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ

(হায়াতে আলা হযরত, ৩/২৯২)

ইন্তিকাল শরীফ

সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর ওফাত শরীফের ৪ মাস ২২ দিন পূর্বে নিজেই তাঁর ইন্তিকাল শরীফের সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর শাহজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁর উত্তারাধীকারী (Successor) নির্বাচন করেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য অসীয়ত করেন, অতএব আল্লামা মাওলানা হামিদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর জানাযার নামায পড়ান। (হায়াতে আলা হযরত, ২/২৯৭) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাশর তক জারী রাহে গা ফয়েয মুর্শিদ আ'প কা,
ফয়য কা দরীয়া বাহায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।
হে বদর গাহে খোদা আত্তারে আযীয কি দোয়া,
তুঝ পে হো রহমত কা ছায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী হযরত মাওলানা আবু উসাইদ হাজী উবাইদ রযা মাদানী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة এর বার্তা

হুযুর সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে জনসাধারণের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة এর কার্যক্রম ও প্রচেষ্টা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة আপন প্রত্যেক বয়ান, মাদানী মুযাকারা, মাদানী মাশওয়ারা, রিসালা ও কিতাবে আলা হযরত, আলা হযরত, আলা হযরত এরই দরস দিয়েছেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কুরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমানের যে খেদমত দা'ওয়াতে ইসলামী ও আমীরে আহলে সুন্নাত করেছেন এর উপমা কোথাও পাওয়া যাবে না। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة বারবার উৎসাহ দিয়ে অতি সহজে অসংখ্য মুসলমানের ঘরে কানযুল ঈমান পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বেশি বেশি ফয়যানে ইমামে আহলে সুন্নাত নসীব করুক।

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

দেখতে থাকুন

হেড অফিস : খোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net